দায়ীদের আড়াল করে উল্টো প্রধান শিক্ষককে শোকজ

মেহেরপুরের গাংনীতে শিক্ষার্থীদের মাঝে পচা ডিম ও ছত্রাকযুক্ত পাউরুটি দেওয়ার ঘটনায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ‘সুশীলন’ এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে, উল্টো ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাজহারুল ইসলামকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দিয়েছেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা। শিশুদের খাদ্য নিয়ে এই অনিয়ম ও পরবর্তীতে শিক্ষকের বিরুদ্ধে নেওয়া প্রশাসনিক পদক্ষেপ ঘিরে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সচেতন মহলে তীব্র ক্ষোভ ও সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, শিশুদের পুষ্টি নিশ্চিত করা, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়া রোধের লক্ষ্যে চলতি বছরের ২৯ মার্চ থেকে গাংনী উপজেলার ১৬২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৮ হাজার ৩৪৭ জন শিক্ষার্থীর জন্য স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় পাউরুটি, কলা, ডিম, দুধ ও বিস্কুট সরবরাহের দায়িত্বে রয়েছে সাতক্ষীরার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ‘সুশীলন’ এনজিও।

গত ১ জুলাই পৌর শহরের বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মসূচির আওতায় শিক্ষার্থীদের মাঝে পচা ডিম ও ছত্রাকযুক্ত পাউরুটি বিতরণ করা হয়। বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর নড়েচড়ে বসে শিক্ষা প্রশাসন। অভিযোগ রয়েছে, গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুর রশিদের সাথে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সখ্যতা থাকায় তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাজহারুল ইসলামকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষক ও অভিভাবকরা জানান, শুরু থেকেই বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নিম্নমানের ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্য সরবরাহের অভিযোগ ছিল। শিক্ষকরা বারবার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলেও কোনো সমাধান মেলেনি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ‘সুশীলন’-এর এক কর্মকর্তা জানান, জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের ‘মাসোহারা’ না দিলে বিল উত্তোলনে বাধা সৃষ্টি হয়। তাই তাদের সন্তুষ্ট রেখেই এই ব্যবসায়িক

কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাজহারুল ইসলাম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “খাদ্যের মান নিয়ে অনিয়ম ধরিয়ে দেওয়া কি আমার অপরাধ হয়েছে? সত্য কথা বলায় আমাকে এখন শোকজ খেতে হলো।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুর রশিদের কাছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে কেন প্রধান শিক্ষককে শোকজ করা হলো জানতে চাইলে তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি।

অন্যদিকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সুকুমার মৈত্র জানান, “ঘটনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। প্রধান শিক্ষককে শোকজের বিষয়টি সমাধান করে দেওয়া হবে।

স্থানীয়রা বলছেন, শিশুদের স্বাস্থ্য নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছে, সেই ‘সুশীলন’ এনজিওর বিরুদ্ধে অবিলম্বে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্ত এবং সরকারি তহবিলের অর্থ লোপাট ও অনিয়মের সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তারা।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জামায়াত প্রার্থী রুহুল আমিন’কে শোকজ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দলীয় কর্মশালায় উসকানিমূলক বক্তব্য দিয়ে নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে চুয়াডাঙ্গা-২ (দামুড়হুদা, জীবননগর ও সদর উপজেলার একাংশ) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. রুহুল আমিনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দিয়েছে নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি।

নোটিশে ১৯ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় বিচারিক কমিটির কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে লিখিত বক্তব্য বা ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত মঙ্গলবার এ নোটিশ জারি করেন সংশ্লিষ্ট আসনের

সাড়ে ১০টায় কমিটির কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে জামায়াতের প্রার্থী মো. রুহুল আমিন বলেন, আমার দেওয়া বক্তব্য কাউকে ভয়ভীতি দেখানোর জন্য নয় এবং এটি আচরণবিধি লঙ্ঘনের উদ্দেশ্যেও নয়। মূলত সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন নিশ্চিত করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই এই বক্তব্য দেওয়া হয়েছে।তিনি আরও বলেন, আমরা ভোট চুরি করব না, কাউকে ভোট চুরি করতে দেব না—এটাই ছিল মূল বক্তব্য। যারা ভোট চুরি করতে আসবে, তাদের প্রতিহত করা হবে। সেই প্রতিরোধের প্রস্তুতি হিসেবে কর্মীদের সতর্ক থাকার কথা বলা হয়েছে।

পদের প্রলোভন দিয়ে অর্থ দাবীর অভিযোগ, যুবদল নেতা প্রিন্স ইমরানকে শোকজ

পদের প্রলোভন দিয়ে বিভিন্ন জনের কাছে অর্থ দাবী করার অভিযোগে ইমরান আহমেদ প্রিন্স ওরফে ইমরান প্রিন্সকে শোকজ করেছে কেন্দ্রীয় যুবদল। আগামী ৩দিনের মধ্যে কেন তাঁকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে জানাতে কেন্দ্রীয় যুবদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সন্মুখে উপস্থিত হয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করতে বলা হয়েছে।

প্রিন্স আহমেদ ইমরান বাংলাদেশ জাতীয়তাবদী যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাবেক সহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক। তার বাড়ি মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামে।

আজ শুক্রবার (৩০ মে) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ দপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভুইয়া স্বাক্ষরিত এক শোকজ পত্রে এ তথ্য জানা গেছে। শোকজ নোটিশটি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ভেরিফাইড অফিসিয়াল ফেসবুক পেজেও পোস্ট করা হয়েছে।

শোকজ পত্রে বলা হয়েছে, “আপনি (প্রিন্স আহমেদ ইমরান), যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাবেক নেতা হিসেবে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতির সাথে তোলা ছবি এবং সভাপতির একান্তজন পরিচয় প্রদান করে, বিভিন্ন ব্যক্তিকে পদের প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ দাবীর মতো গুরুতর অপরাধের মাধ্যমে সংগঠনের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন মর্মে যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

এমতাবস্থায়, সংগঠন বিরোধী এহেন হীন কর্মকান্ডের জন্য আপনাকে সংগঠন থেকে কেন স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবেনা, তা আগামী ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়ন এর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে ব্যাখ্যা প্রদানের নির্দেশ দেয়া হলো।”

এদিকে, জাতীয়তাবাদী যুবদলের ভেরিফাইড অফিসিয়ার ফেসবুক পেজে নোটিশ টি পোস্ট করার পর কমেন্ট সেকশনে অধিকাংশ মন্তব্য প্রিন্স ইমরানের বিরুদ্ধে করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কারেরও সুপারিশ করেছেন অনেকে। এবং এ ধরণের পদক্ষেপ নেওয়ায় কেন্দ্রীয় যুবদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের প্রশংসার করেছেন অনেকে।

মেহেরপুর হাসপাতালের ধোপা ঝন্টুকে শোকজ

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের ধোপা ঝন্টু শাহ কে শোকজ করেছেন কতৃর্পক্ষ। গতকাল মঙ্গলবার হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. জমির মো: হাসিবুস সাত্তার এ শোকজ করে ৫ দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলেছেন।

শোকজে বলা হয়েছে, ঝন্টু শাহ গত ২৮ অক্টোবর জেলা প্রশাসকের নিকট

২০২৪-২০২৫ অর্থবৎসরে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, মেহেরপুরে পথ্য, স্টেশনারী ও ধোপা টেন্ডার কাজে অনিয়ম ও দূর্নীতি প্রসঙ্গে একটি অভিযোগ দিয়েছেন। ঝন্টু শাহ এখনো মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের ধোপা কাজের জন্য তত্ত্বাবধায়কের সাথে চুক্তিবদ্ধ। ধোপার কাজ তিনি সঠিক ভাবে করেন না এবং অনেক সময় অতিরিক্ত বিল দাখিল করেন। এছাড়াও তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মানবিক দিক বিবেচনা করে পরবর্তীতে সংশোধন হবে মনে কেও তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

অভিযোগের মারফত দিয়ে তিনি শোকজে বলেন, তত্ত্বাবধায়ক ব্যাপক অনিয়মের আশ্রয় নিয়ে পছন্দের ঠিকাদারকে নিম্ন দরপত্র দাতা দেখিয়ে কাজ পাইয়ে দিতে বড় অংকের আর্থিক সুবিধা নিয়েছেন। যেখানে এখনো টেন্ডার কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো শেষ হয়নি এবং কাউকে কার্যাদেশ দেওয়া হয়নি। তার অভিযোগটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, মনগড়া, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রোণিত বলে মন্তব্য করেছেন একই সঙ্গে তাকে ২০২৪-২০২৫ অর্থবৎসরের টেন্ডারের কাজ না পাওয়ার আংশকা থেকে এই অভিযোগ করেছেন বলে মনে করছেন।

তিনি শোকজে আরও বলেন, তত্ত্বাবধায়কের বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ বড় অংকের আর্থিক সুবিধা নিয়েছে, এটি কার কাছ থেকে নিয়েছি? কখন নিয়েছি? এবং বর্তমানে টাকাগুলো কোথায় আছে? টাকার পরিমান কত? কোথায় দূর্নীতি হয়েছে? এর স্বপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আগামী ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে হাসপাতাল তত্ত্বাবধায়ক বরাবর দাখিল করবেন। অন্যথায় ঝন্টু শাহ এর বিরুদ্ধে মানহানি ও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার হুশিয়ারি দিয়েছেন।

মেহেরপুর সদরে চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল ইসলামকে শোকজ

মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল ইসলামকে শোকজ করেছেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও রিটার্নিং

কর্মকর্তা মো: ওয়ালিউল্লাহ। গত শুক্রবার এক জরুরী চিঠিতে এ শোকজ করা হয়েছে।

শোকজে বলা হয়েছে, উপজেলা পরিষদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১৮ এর (ঘ) এবং বিধি ৩১ অনুযায়ী “প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে উস্কানিমুলক বক্তব্য বা বিবৃতি, অর্থ, অস্ত্র ও পেশী শক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করা যাইবে না”। তারপরও আমদহ ইউনিয়নের আশরাফপুর গ্রামে নির্বাচনি মতবিনিময় সভায় কর্মী-সমর্থকরা আপনার পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণাকালে উস্কানিমুলক বক্তব্য বা বিবৃতি, পেশী শক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করা বিষয়ে বক্তব্য দিয়েছেন যা গত ৩ মে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (ফেসবুক) ভাইরাল হয়েছে। যা উপজেলা পরিষদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০১৬ এর ১৮ (ঘ) ও ৩১ বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, উপজেলা পরিষদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০১৬ এর ১৮(ঘ) ও ৩১ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে কেন আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার লিখিত জবাব আজ শনিবার বিকাল ৪টার মধ্যে জেলা নির্বাচন অফিসার, মেহেরপুর ও রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

উল্লেখ্য, গত ২ মে আশরাফপুর গ্রামে এক নির্বাচনী প্রচারণায় চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল ইসলামের প্রতিক মোটরসাইকেল ছাড়া কোন প্রতিকে সিল মারা যাবে না এবং কোন প্রতিকের এজেন্ট থাকতে পারবে না বলে হুমকিস্বরুপ বক্তব্য দেন মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন মন্ত্রীর মেজ ভাই ইকবাল হোসেন বুলবুল।

মেহেরপুর-২ আসনের নৌকা প্রার্থীকে শোকজ

নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গের কারনে মেহেরপুর-২ সংসদীয় আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ডা. আবু সালেহ মো: নাজমুল হক

সাগরকে শোকজ করেছে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি । আগামী মঙ্গলবার ২ জানুয়ারী বেলা ১১টার সময় সশরীরে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে তাকে শোকজের উত্তর দেওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

রবিবার ৩১ ডিসেম্বর মেহেরপুর-২ (গাংনী) সংসদীয় আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এবং যুগ্ন জেলা ও দায়রা জজ-১ম আদালতের বিচারক মোঃ শাহিনুর রহমান এই শোকজ করেন।

নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির কার্যালয়ের সূত্রে জানা গেছে শোকজে বলা হয়েছে, আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচনী এলাকা মেহেরপুর-০২ (গাংনী উপজেলা) আসনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ডাঃ আবু সালেহ মোঃ নাজমুল হক সাগর পরিচালিত গাংনী হাসপাতাল বাজারস্থ এ্যাডভান্স মেডিকেয়ার লিমিটেডে অর্থ ব্যয় করে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন করেন। এবং অন্য চিকিৎসকদের নিয়ে রোগীদেরকে ফ্রি সেবার নামে প্রেসক্রিপশনের অপর পৃষ্ঠায় নির্বাচনি পোষ্টার ব্যবহার করে ভোটারদের অবৈধ ভাবে প্রভাবিত করে সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরন বিধিমালা লঙ্ঘন করায় তাকে শোকজ করেছেন নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি।

চাকরিবিধি ও নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনে সাইদুরকে শোকজ

অসুস্থতা জনিত ছুটি নিয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেওয়া সাইদুর রহমানকে স্বপ্রনোদিত শোকজ করেছে মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি। সাইদুর রহমান মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামের মৃত ফরাতুল্লাহ্’র ছেলে।তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলা পল্লী সঞ্চয় অফিসের মাঠ সহকারী হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

শনিবার (৩০ ডিসেম্বর) মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের নির্বাচন

অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এবং মেহেরপুরের যুগ্ন জেলা ও দায়রা জজ ২য় আদালতের বিচারক এইচ এম কবির হোসেন এই স্বপ্রণোদিত শোকজ করেন।



নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ২৭ ডিসেম্বর পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির দৃষ্টিগোচর হয়। কমিটি জানতে পারে মোঃ সাইদুর রহমান রাষ্ট্রায়ত্ত বাংলাদেশ পল্লি সঞ্চয় ব্যাংকে মাঠ সহকারী কর্মকর্তা। তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলায় কর্মরত। তবে অসুস্থতাজনিত ছুটি নিয়ে মেহেরপুর-১ আসনের নৌকার প্রার্থী জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নির্বাচনী প্রচারনায় অংশ নিয়েছেন। কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি সরকারী কর্মচারী হয়েও নির্বাচনী প্রচারনায় অংশ নিয়ে সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর বিধি ২৫ (৩) লঙ্ঘন করেছেন। আগামী ১ জানুয়ারি সকাল ১১ টার সময় তাকে স্বশরীরে মেহেরপুর-১ আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে হাজির হয়ে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

এবার মেহেরপুর পৌর মেয়র রিটনকে শোকজ

সরকারি গাড়ী ব্যবহার করে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় এবার মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনকে শোকজ করেছে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি।

আজ শনিবার মেহেরপুর-১ আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির

চেয়ারম্যান ও মেহেরপুরে যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ এইচ এম কবির হোসেন এ শোকজ করেন। মেহেরপুর-১ আসনের নৌকার প্রার্থী ফরহাদ হোসেনের পক্ষে জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের অভিযোগের প্রেক্ষিতে এ শোকজ করা হয়েছে।

শোকজ বলা হয়েছে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর ১ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানের পক্ষে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করে ও নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে নিয়মিত প্রচারনা চালাচ্ছেন। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুবে একটি ভিডিও প্রচার হতে দেখা যায়। নির্বাচনকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে মেহেরপুর-১ আসনের বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী ফরহাদ হোসেন, তাঁর সহধর্মিনী সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম, ভাই শহিদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল ও ভগ্নিপতি মো: আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস দের উদ্দেশ্য করে ব্যক্তিগত চরিত্র হেয় করে অশালীন বক্তব্য দিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এছাড়াও আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ফরহাদ হোসেনকে দুর্নীতিবাজ, উন্নয়নকাজে বাধাদানকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও তাকে ও তার পরিবারকে এলাকা ছাড়া করার হুমকি প্রদান করেছেন।

সরকারী গাড়ি ব্যবহার করে নির্বাচনি জনসভায় অংশগ্রহন করেন এবং উস্কানীমূলক, মানহানিকর এবং ব্যাক্তিগত চরিত্র হনন মূলক বক্তব্য দিয়ে সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরন বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ১১ (ক) ও ১৪ (২) লংঘন করেছেন মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়।

এ বিষয়ে পৌর মেয়রকে স্বশরীরে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে আগামী ১ জানুয়ারি দুপুর ১২ টার সময় নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

মহিলা ইউপি সদস্যকে লাঞ্ছিত

করা সেই চেয়ারম্যানকে অনুসন্ধান কমিটির শোকজ

স্বতন্ত্র প্রার্থীকে সমর্থন করায় মহিলা ইউপি সদস্যকে লাঞ্চিত করা সেই চেয়ারম্যান সেলিম রেজাকে শোকজ করেছে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি।
আজ বুধবার বিকালে মেহেরপুর-১ আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান ও মেহেরপুরের যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ এইচ এম কবির হোসেন এ শোকজ করেন।

শোকজপ্রাপ্ত সেলিম রেজা মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। আগামী ৩০ ডিসেম্বর তাকে শোকজের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা কে নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গের দায়ে শোকজ করেছে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি।

জানা গেছে, গত মঙ্গলবার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বারদের নিয়ে নৌকার পক্ষে ভোট করার জন্য গোপন বৈঠক ডেকেছিলেন সেলিম রেজা। এই বৈঠকে সংরক্ষিত মহিলা সদস্য রহিমা খাতুনকে চেয়ারম্যান বলেন ‘তোর ভাই বাড়িতে ট্রাকের অফিস করেছে, তুই ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বের হয়ে যা এবং প্রকাশ অযোগ্য গালিগালাজ করে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় বলে অভিযোগ করেছিলেন তিনি।

এনিয়ে একটি লিখিত অভিযোগ মেহেরপুর-১ আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান ও মেহেরপুরের যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ এইচ এম কবির হোসেনের কাছে জমা দেন ওই মহিলা ইউপি সদস্য। অভিযোগের প্রেক্ষিতে ইউপি চেয়ারম্যান সেলিম রেজাকে আগামী ৩০ ডিসেম্বর স্বশরীরে হাজির হয়ে অথবা আইনজীবীর মাধ্যমে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির কার্যালয়ে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

মেহেরপুরে স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল মান্নান ও ডা. অলোক কুমার দাসকে শোকজ

মেহেরপুর-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নান ও মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. অলক কুমার দাস কে শোকজ করেছে জেলা নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি।

গতকাল রবিবার (২৪ ডিসেম্বর) মেহেরপুরের যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালত-২ এর বিচারক এবং নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এইচ এম কবির হোসেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শামীম হাসানের লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতেএই দুজনের বিপক্ষে পৃথক পৃথক শোকজ নোটিশ ইস্যু করেন।

জেলা নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ের সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা শামীম হাসান জেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. অলোক কুমার দসকে স্ততন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নান মোবাইল ফোনের মাধ্যমে হুমকি দিয়েছেন মর্মে লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাথমিক তদন্ত শেষে ফোনালাপ সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষকে শোকজ করেন এইচ এম কবির হোসেন।

শোকজ নোটিশে প্রফেসর আব্দুল মান্নান কে বলা হয়েছে,’জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগে বলে আপনি মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার অলক কুমার দাস কে মোবাইল ফোনে হুমকি দিয়েছেন।

আগামী ২৭ ডিসেম্বর (বুধবার) দুপুর ১২ টার সময় স্বশরীরে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির কার্যালয় উপস্থিত হয়ে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেয়া হলো । ‘

অপর দিকে ডা. অলোক কুমার দাস কে শোকজ নোটিশে বলা হয়েছে, ‘আপনি প্রকাশিত অডিও ক্লিপের ব্যাপারে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত অভিযোগের ব্যাখ্যা প্রদান করবেন। এবং আগামী ২৭ ডিসেম্বর বুধবার সকাল দশটায় নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে স্বশরীরে হাজির হয়ে সাক্ষ্য প্রদানের

জন্য আপনাকে নির্দেশ দেয়া হলো।’

সম্প্রতি সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: অলক কুমার দাস ও স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল মান্নানের কথোপকথন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ভাইরাল হয়।